সমকাল

তারিখ 05 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ধর্মীয় শিক্ষা কোনো শিক্ষার অন্তরায় নয়

খতিব তাজুল ইসলাম

মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের দিকনির্দেশনার জন্য আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে কারিম দান করেছেন। কোরআনে কারিম হলো পুরো জীবন বিধান। তাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো কোরআনের বিধানমতে জীবন পরিচালনা করা। দেখুন, পবিত্র কোরআনে কারিমের ৮২ বার বলা হয়েছে, নামাজ কায়েম করো, সেই সঙ্গে বলা হয়েছে জাকাত আদায় করো। এখন তো আমরা শুধু কোরআন তেলাওয়াত করছি, আর নিজেরা জাকাত না দিয়ে অন্যের জাকাত আদায় করছি। তাহলে কীভাবে হলো, কোরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা? আমরা শুধু কোরআন তেলাওয়াত করব, অসুখ-বিসুখে ঝাড়-ফুঁক দেব। তাহলে জীবনের বাকি কাজগুলো কারা করবে? তাহলে কি কোরআনের বিধান নিজ জীবনে অসমাপ্ত রয়ে গেল না? যেখানে আল্লাহতায়ালা কোরআনে ঘোষণা দিয়ে পরিপূর্ণ জীবন বিধানের কথা বললেন, সেখানে ইসলামের খণ্ডিত রূপায়ণ ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের জবাবে কাল কিয়ামতের মাঠে কী জবাব হবে মুসলমানদের? যারা ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে মনে করেন, তারা কিন্তু একটি বিষয়ে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম বানিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসায় বন্দি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাতে বেজায় খুশি আমাদের আলেম সমাজ। আজ এমন চিন্তা-চেতনারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় কওমি মাদ্রাসাগুলোতে। ফলে দেখা যায়, কওমির অনেক আলেম বাইরে দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে রাষ্ট্র পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠে রাজনীতিতে নামেন। কারণ, রাজনীতিতে নেমে বিভিন্ন সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের মানুষকে মুক্তি দেবেন বলে আশার বাণী শুনিয়ে লোক ভুলানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারাই কওমি মাদ্রাসায় সংস্কারের কথা বললে, ইসলামবিরোধী বলে ট্যাগ লাগিয়ে তাদের তুলাধোনা করেন। শিক্ষার স্বীকৃতি দিয়ে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির সমমান প্রদানের কথা বললে নাক সিটকান। কিছু নেতার এমন দ্বিচারিতার কারণে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে সেতুবন্ধের প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়ছে। অথচ সমাজ উন্নয়নে এটাই বেশি দরকার ছিল।

একটা তিক্ত সত্য কথা হলো, আমাদের দেশে দাওরায়ে হাদিস বা টাইটেল পাস করার পরও অনেক আলেম ভাব নাম-ঠিকানা পর্যন্ত শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। বাংলাদেশ হয়ে বাংলার প্রতি থাকে চরম উদাসীনতা, অশুদ্ধ কিছু উর্দু শিখে হয় যায় আলেম, আর আরবি তো জানেই না। একটি শিক্ষা ব্যবস্থার এমন খিচুড়ি মার্কা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দরকার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কার ও সংস্কার আন্দোলন। যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য হবে, আলেমদের সচেতন করা, মাদ্রাসার পরিচালকদের তাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ করা, আর ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট গাইডলাইন প্রদান করা। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কওমি মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হলে কওমি মাদ্রাসা সমাজের বাতিঘরে পরিণত হবে ইনশাল্লাহ।

মানুষের সামাজিক জীবনে অর্থনীতি একটি মৌলিক নিয়ামক বিষয়। অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত না হলে সামাজিক অবকাঠামো দুর্বল থাকে। বর্তমানে মাদ্রাসাগুলোর অধিকাংশই অর্থকষ্টে জর্জরিত। ভালো লেখাপড়ার কথা বললেই উত্তর আসে আমাদের সামর্থ্য নেই, অথচ মাদ্রাসার বিল্ডিং বাড়ছে, ক্লাস বাড়ছে। অনেকের কাছে শিক্ষার পেছনে ব্যয়ের চেয়ে বিল্ডিং নির্মাণের গুরুত্ব বেশি। বলতে দ্বিধা নেই, এসব মাদ্রাসার অধিকাংশেই নেই কোনো আইন-কানুন, নিয়োগবিধি, শিক্ষার মান যাচাইয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। ফ্রি স্টাইলে যে যার মতো চলছে, এটা কি কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার পথচলা হলো?

বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অনেক উদাহরণ আছে। বিলেতেও তেমনি বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখানের নিয়ম হলো, প্রতিটি নাগরিককে ১৬ বছর পর্যন্ত সরকারি সিলেবাস পড়তে হবে। প্রাইমারি এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সফলতা না দেখাতে পারলে ব্যক্তিগতভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি নেই। সে হিসেবে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যাশনাল কারিকুলামের পাশাপাশি দ্বীনী বিষয়াদিও সংযুক্ত করেছে। এই কম্বাইন্ড সিলেবাসে ছেলেমেয়েরা ভালো ফল করছে। আলেম হচ্ছে, হাফেজও হচ্ছে। পরে তারা উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য কলেজ-ভার্সিটিতেও ভর্তি হতে পারছে। তেমনি চাইলে আরব দেশের বিভিন্ন ভার্সিটিতেও তারা যেতে সক্ষম।

চলমান বাস্তবতার আলোকে কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন হলো, আপনাদের কাছে ছাত্ররা উম্মাহর আমানত। তাদের হাত-পা বেঁধে চোখ অন্ধ করে দিয়ে সমাজে ছাড়ার চেষ্টা করবেন না। তাদের এগোতে দিন। প্রাইমারি থেকে শুরু করে, অষ্টম শ্রেণী ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার আয়োজন করুন নিজ দায়িত্বে।

● টিভি উপস্থাপক ও প্রধান পরিচালক
আন নূর ইসলামিক স্কুল, লন্ডন